যুগান্তর
প্রিন্ট: ০৯ অক্টোবর ২০২৫, ০৯:১১ এএম

শিক্ষাঙ্গন

চাকসু নির্বাচন

# আচরণবিধি লঙ্ঘন, ছাত্রদল-শিবিরের পালটাপালটি অভিযোগ

চবি প্রতিনিধি
প্রকাশ: ০৮ অক্টোবর ২০২৫, ১০:২৭ পিএম

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চ নির্বাচনে আচরণবিধি লঙ্ঘনের পাল্টাপাল্টি

ইব্রাহিম হোসেন রানির বিরুদ্ধে নির্বাচনে 'আচরণবিধি লঙ্ঘনের' অভিযোগ করে ছাত্রদল।

বুধবার দুপুর পৌনে ২টায় নির্বাচন কমিশনের কাছে লিখিত অভিযোগ করেন ছাত্রদল নেতারা।

ছাত্রদলের অভিযোগ, ভিপি প্রার্থী মো. ইব্রাহিম হোসেন রনি বুধবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ হৃদয় চন্দ্র তরুয়া ভবনে (নতুন কলা ভবন) গিয়ে শ্রেণিকক্ষে প্রচারণা চালিয়েছেন। শ্রেণিকক্ষের সাউন্ড সিস্টেম ব্যবহার করে প্রায় ২০ মিনিট ধরে ইতিহাস বিভাগের ৩২৩ নম্বর কক্ষে প্রচারণা চালানো হয়। এতে আচরণবিধি লঙ্ঘিত হয়েছে।

অভিযোগ জানানোর সময় শাখা ছাত্রদলের সভাপতি আলাউদ্দিন মহসিন, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল নোমান; চাকসু নির্বাচনে ছাত্রদল-সমর্থিত প্যানেলের সহ-সভাপতি (ভিপি) পদপ্রার্থী সাজ্জাদ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদপ্রার্থী শাফায়েত হোসেন, দপ্তর সম্পাদক পদপ্রার্থী তৌহিদুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনি আচরণবিধিমালার ৪-এর 'ঙ' বিধিতে বলা হয়েছে- প্রতিটি ফ্যাকাল্টিতে যেখানে ক্লাস-পরীক্ষা হয় সেখানে কিংবা আশপাশে সভা-সমাবেশ করা যাবে না। ক্লাস-পরীক্ষাসহ শিক্ষা কার্যক্রমে কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় এমন কোনো কাজ, যেমন কোনো ধরনের সাউন্ড সিস্টেম বা মাইক ব্যবহার করা যাবে না। সেদিকে সব প্রার্থী বা তার সমর্থকদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

এ বিষয়ে শাখা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক আবদুল্লাহ আল নোমান বলেন, 'ছাত্রশিবির প্যানেলের ভিপি প্রার্থীর আচরণবিধি লঙ্ঘনের বিষয়টি আমরা লিখিতভাবে নির্বাচন কমিশনকে জানিয়েছি। আমরা নির্বাচন কমিশনকে এ বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানাই।'

ছাত্রদল মনোনীত প্যানেলের সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদপ্রার্থী মো. শাহাদাত হোসেন

নেওয়ার কথা বলেছে।

অভিযোগ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের শাখা সভাপতি মোহাম্মদ আলী বলেন, ইব্রাহিম প্রচারণা চালাতে ইতিহাস বিভাগে যাননি। নিজ বিভাগ হওয়ায় জুনিয়রদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। আমাদের কাছেও অভিযোগ রয়েছে একটি প্যানেলের প্রার্থীরা শ্রেণিকক্ষের দরজা বন্ধ করে প্রচারণা চালিয়েছেন। আমরা এ বিষয়ে অভিযোগ জানাব।

তিনি আরও বলেন, কোনো প্রার্থীর বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে সেটি নির্বাচন কমিশনে যে কেউ জানাতে পারে। আমার কাছে নির্বাচন কমিশন কোনো ব্যাখ্যা চাইলে আমি জবাব দেব।

এদিকে ছাত্রদলের বিরুদ্ধে নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ এনেছে শাখা ছাত্রশিবির। নির্বাচন কমিশন অফিসে এ অভিযোগ জমা দেন তারা।

এদিন বিকাল সাড়ে ৫টার দিকে এ অভিযোগ জমা দেয় সংগঠনটি।

ছাত্রশিবির অভিযোগপত্রে উল্লেখ করে, বুধবার আনুমানিক দুপুর ১২টা ৩০ মিনিট থেকে ১টার মধ্যে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের এলএলএম ক্লাশরুমে অনুষ্ঠিত ২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের প্রথম বর্ষের ক্লাশ চলাকালে আইন বিভাগের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী নাঈম উদ্দিন (ছাত্রদলের কর্মী) ক্লাশে প্রবেশ করে নির্বাচনি প্রচারণা চালান।

তিনি ক্লাশ চলাকালীন ছাত্র সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের পক্ষে প্রচারমূলক বক্তব্য প্রদান করেন, লিফলেট বিতরণ করেন এবং অন্যান্য প্যানেলের প্রার্থীদের বিরুদ্ধে ঘৃণামূলক ও উত্তেজনাকর মন্তব্য করেন; যা চলমান পাঠদান কার্যক্রমে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে এবং উপস্থিত শিক্ষার্থীদের জন্য অস্বস্তিকর পরিবেশ তৈরি করে।

অভিযোগপত্রে তারা লেখেন, এই কর্মকাণ্ড চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু)

কোনো কার্যক্রম সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

অভিযোগপত্রে আরও উল্লেখ করা হয়,  উক্ত ফ্যাকাল্টির সিসি ক্যামেরার ফুটেজ পর্যালোচনা করলে ঘটনার যথাযথ প্রমাণ পাওয়া যাবে। এছাড়াও আমার কাছে ঘটনাটির ভিডিও প্রমাণ সংরক্ষিত রয়েছে, যা ইতোমধ্যে নির্বাচন কমিশনের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।

অভিযোগের ব্যাপারে শাখা ছাত্রশিবিরের সেক্রেটারি মোহাম্মদ পারভেজ বলেন, আমরা ছাত্রশিবিরের পক্ষ থেকে অভিযোগপত্র জমা দিয়েছি। আইন অনুষদে আমাদের প্রার্থীরা যখন প্রচারণা চালাতে যায় সেখানে তারা একজন ছাত্রদল কর্মীকে ক্লাশে ঢুকে প্রচারণা চালাতে দেখে। আমাদের কাছে ভিডিওসহ প্রমাণ আছে। শুধু প্রচারণা নয় সেখানে সে বিভিন্ন দল ও ছাত্রশিবিরের বিরুদ্ধে ঘৃণামূলক বক্তব্যও দিয়েছে। আমরা এজন্য অভিযোগ জমা দিয়েছি। আশাকরি নির্বাচন কমিশন যথাযথ ব্যবস্থা নেবে।

এ বিষয়ে চাকসু নির্বাচন কমিশনের প্রধান অধ্যাপক ড. মনির উদ্দিন বলেন, আমরা দুটি অভিযোগপত্র পেয়েছি। আচরণবিধি দেখাশোনার জন্য আলাদা কমিটি রয়েছে। তাদের কাছে লিখিত অভিযোগটি হস্তান্তর করা হবে। এরপর তদন্তসাপেক্ষে আমরা এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেব।